দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...JUL 27-1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আইইউবিএটির প্রথম সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

বাইরের হস্তক্ষেপেই শিক্ষাঙ্গনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন, বাইরের হস্তক্ষেপের জন্য শিক্ষাঙ্গনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। রাজনৈতিক দল সম্পৃক্ত কতিপয় ছাত্রের অছাত্রসুলভ আচরণ শিক্ষাঙ্গনের ভাবগম্ভীর পরিবেশের অন্তরায়।

তিনি গতকাল বিজিনেস, এগ্রিকালচার ও টেকনোলজি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (আইইউবিএটি)-এর প্রথম সমাবর্তনে ভাষণ দিতে গিয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন।

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য অধ্যক্ষ ডঃ এম আলিমুল্লাহ মিয়া, কানাডার ক্যারিবু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডঃ রোজার বার্নসলে ও ডঃ জন রিচার্ডস।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের দেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান আহরণের অনুকূল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বাইরের হস্তক্ষেপে বারবার বিঘ্নিত হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ হয়েছে কলুষিত। দেশের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলোতে কতিপয় ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ ছাত্রদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলো সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে কতিপয় ছাত্রের অছাত্রসুলভ আচরণে শিক্ষাঙ্গনের ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশ বিনষ্ট হয়েছে। অতীতে ছাত্রদের রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল আদর্শগত এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত। বর্তমানে তা দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে দলীয় রাজনৈতিক কোন্দল এখন ক্যাম্পাসের মতো পবিত্র অঙ্গনকেও বিষময় করে তুলেছে। এর পরিণতিতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকমতো ক্লাস হয় না, সেশন জট একটা স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে এবং সাধারণ ছাত্র ও শিক্ষক কতিপয় ছাত্র নামধারী রাজনৈতিক ক্যাডারদের হাতে বন্দি হয়ে আছে। ঠিকমতো পড়াশুনা করতে না পারায় ছাত্ররা পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বন করছে। পরীক্ষার হলে নকল হয় না এ ধরনের কথা কেউ এখন আর বলতে পারে না। পরীক্ষায় নকল এখন প্রাথমিক শিক্ষা হতেই শুরু হয়। মফস্বলের প্রাইমারি স্কুলগুলোতে শিক্ষকগণ প্রায়ই ক্লাসে অনুপস্থিত থাকেন এবং যেদিন উপস্থিত হন সেদিন ছাত্রদেরকে কেবল হোম-টাস্ক দিয়েই চলে যান, যাতে তারা প্রাইভেট টিউশনির সাথে যুক্ত হতে পারেন। মাধ্যমিক স্কুলগুলোতেও এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। স্কুল-কলেজে নিয়মিত পড়াশুনা না হওয়া পরীক্ষায় নকলের প্রধান কারণ। অথচ এসব স্কুল-কলেজে ম্যানেজমেন্ট কমিটি রয়েছে। তারা যদি রীতিমত তদারকি করেন তাহলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে না। অতিসম্প্রতি নকল করে পাস করার পরিবর্তে আরও একটি কার্যকর হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। আর তা হলো লেখাপড়া না করে, পরীক্ষা না দিয়ে ভুয়া সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা। ভুয়া সার্টিফিকেট জমা দিয়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার চাঞ্চল্যকর ঘটনা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এসব ঘটনার কথা শুধু দেশবাসী জানতে পারছে না, বিদেশীরাও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হতে পেরেছে। তাই আমাদের দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রদত্ত সার্টিফিকেট বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গৃহীত হয় না। একটা দেশের জন্য এর চেয়ে লজ্জা ও মানহানিকর বিষয় আর কি হতে পারে?

তিনি বলেন, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন ও চরিত্র গঠন। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব ছাত্র সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়ে আসে তাদের যদি জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য থাকে এবং তারা যদি মহৎ চরিত্রের অধিকারী না হয় তাহলে শিক্ষা গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। আমাদের শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। এতে বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে, শিক্ষার আধুনিক উপকরণ কেনা হচ্ছে, শিক্ষকদের বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে। কিন্তু এই ব্যয়ের লক্ষ্য একটা সুশিক্ষিত ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী ছাত্রসমাজ গড়ে তোলা — সেটাই বাস্তবায়িত হচ্ছে না। শিক্ষার মান ক্রমাগতভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে — আমাদের ভবিষ্যৎ ক্রমেই অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই রূঢ় অথচ বাস্তব সত্যটা আমি একাধিকবার উচ্চারণ করেছি এবং এব্যাপারে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষাবিদসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। শিক্ষার অনুকূল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য আমি আবারও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, অভিভাবক, সচেতন ছাত্রসমাজ এবং সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের সংঘবদ্ধ প্রয়াসে ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে আসবে এবং ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার অনুকূল পরিবেশে সত্যিকার দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অতি সাম্প্রতিককালের। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট ভর্তি সমস্যা এবং শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবং একই সাথে ছাত্রদেরকে গুণগত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হয়। দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ এবং অনেক সমাজ হিতৈষী ব্যক্তির উদ্যোগে দেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক কোলাহল থেকে মুক্ত এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ এখনও পর্যন্ত বজায় থাকলেও সত্যিকার অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বলতে যা বুঝায় সে ধরনের ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ শিক্ষার সামগ্রিক পরিবেশ এসব প্রতিষ্ঠানে এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্টের আওতায় যেসব শর্তসাপেক্ষে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়েছিল তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পালিত হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম — কেবলমাত্র ধনী পরিবারের সন্তানরাই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে। কারণ ভর্তি ফি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ সাধারণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের নাগালের বাইরে। ছাত্রদের ভর্তি সমস্যার সমাধানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবদান তাই সামান্য। তদুপরি এসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যানুরাগী ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে অনেক ধনী ব্যবসায়ী অর্থ যোগান দিয়েছেন। শিক্ষার প্রসারের চেয়ে লাভজনক বিনিয়োগ এবং সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জনই তাদের মূল উদ্দেশ্য বলে অনেকে মনে করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও দেশে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার এবং গুণগত শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদগণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি লাভ করে যারা সমাজের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেছে তাদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা অনেকের প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

তিনি বলেন, আইইউবিএটি-এর প্রতিষ্ঠা এবং এর অগ্রযাত্রা অল্পদিনের। ইতোমধ্যে এর ৫টি কলেজ ও ৭টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এসব কলেজ ও কেন্দ্র থেকে ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় এনে জীবনমুখী ও কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এর শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে। যে শিক্ষার ব্যবহারিক কাজের কোন ধারণা পাওয়া যায় না সে শিক্ষা মানুষকে পরমুখাপেক্ষী করে তোলে। বিরাট জনসংখ্যার দেশ এই বাংলাদেশে এখন কারিগরি শিক্ষা তথা নিজেকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় উন্নত বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদের প্রথাগত সাধারণ শিক্ষার চেয়ে জীবনমুখী ও বাস্তব শিক্ষার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। আইইউবিএটি এই দিকটায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে জেনে অনেকের মতো আমিও খুশি হয়েছি। আমি জেনে আরও খুশি হয়েছি যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায়িক লাভ-লোকসানের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত না হয়ে সত্যিকার মানুষ গড়ার কেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ আমাদের দেশে নানাভাবে ব্যাহত হয়। অনেক মেধাবী ছাত্র শুধু অর্থের জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী অথচ গরিব ছাত্রদের লেখাপড়া করার জন্য যে ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা আছে তা খুবই সামান্য। এ কারণে গরিব মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য আইইউবিএটি "Career Development Loan Scheme" চালু করে একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছে। বিশ্বের